Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে সাদিয়া

রোলঃ 216020587

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রোলঃ 216020587

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সালমা আক্তার। আইডিঃ ২১৬০২০৮৩৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জনাব আবদুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sadia

(স্বাক্ষর)

উম্মে সাদিয়া

আইডিঃ 216020587

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

সময় আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত: 7

সময়ের অনুভূতি সময়ের মূল্যায়ন: 9

যে সময় গুলো নষ্ট হচ্ছে সেগুলোই আসল সময়: 12

জীবনে অতি মূল্যবান: 15

আমাদের সময় আমরা কি কাজে ব্যবহার করছি: 23

মুমিনের জীবনের সময়ের মূল্য: 27

ছাত্র জীবনে সময়ের মূল্য: 29

যৌবনে সময়ের মূল্য : 33

সুস্থতায় সময়ের মূল্য : 34

সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব : 35

কুরআনে সময়ের মূল্য : 36

অবসরে সময়ের মূল্য : 36

দুনিয়াতে সময়ের মূল্য : 37

মুসলিম মনীষীরা যেভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতেন: 38

সময়ের অপব্যবহার: 42

উপসংহার: 44

রেফারেন্স: 44

ভূমিকা:

মানবজাতির জন্য সময় আল্লাহর দেয়া এক অপার নিয়ামত। সময় অমূল্য এক সম্পদ, জীবনের ব্যর্থতা ও সফলতা সময়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আরবি একটি প্রবাদ রয়েছে যার অর্থ হলো-

'সময় স্বর্ণের চেয়েও দামি'।

আমরা সবাই সময়ের জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময় নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলে নিরবধি, একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। মানব জাতির সব কাজ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যারা সময়কে গুরুত্ব দেয়; তারাই জীবনে সফলকাম হয়। ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শরিয়তের বিধানগুলো, যেমন- নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত সবগুলোই সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

'নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনদের কর্তব্য'। (সূরা নিসা-১০৩)

উল্লিখিত আয়াতে নামাজের সাথে সময়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।ইসলামে সময়ের গুরুত্ব অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দিবস-রজনী, প্রভাত, সন্ধ্যা, অপরাহ্ন, কাল ইত্যাদির শপথ করে সময়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে-

'মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে সহায়তা করে।'

(সূরা আসর, আয়াত : ১-৩)

অমূল্য সম্পদ সময়ের অপচয় জীবনে ব্যর্থতা নিয়ে আসে। তাই তো হাদিসে প্রতিটি মুহূর্তকে গণিমত মনে করতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন,

'তোমরা পাঁচটি জিনিসকে তার বিপরীত পাঁচটি জিনিসের আগে মূল্যায়ন করবে ও সদ্ব্যবহার করবে। প্রথমত তোমার যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে, সুস্থতাকে অসুস্থতার আগে, সচ্ছলতাকে দরিদ্রতার আগে, অবসরকে ব্যস্ততার আগে এবং জীবনকে মৃত্যুর আগে।' (বায়হাকি-১০২৪৮)

সময়ের শিকলে বাঁধা আমাদের জীবন। সময়ের সদ্ব্যবহার অপরিহার্য বিষয়। যারা সময়কে অপচয় করে তারা কাল হাশরের ময়দানে আফসোস করবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

'হে রাসূল যদি তুমি দেখতে অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো আমরা সৎ কাজ করব নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।'

(সূরা সাজদাহ-১২)

সময় মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এক আমানত। মৃত্যুর পর আমাদেরকে এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হিসাব দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন,

'কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু'টি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেয়া হবে না) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে, তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইলম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং তা কোন পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে সে তা ক্ষয় করেছে?' (তিরমিজি-২৪১৬)

প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সময়কে কাজে লাগানোই হলো সময়ানুবর্তিতা। মানবজাতির মধ্যে সময়ানুবর্তিতার খুব অভাব। মুসলমানরাই সময়ের ব্যাপারে বেশি উদাসীন। তাই তো রাসূল (সা:) যারা সময়কে কাজে লাগায় না, তাদেরকে ব্যর্থ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, ‘দু’টি নিয়ামত দ্বারা যথাযথ উপকৃত হতে অনেক মানুষই ব্যর্থ হয়। তা হচ্ছে সুস্থতা ও অবসর সময়।’ (বুখারি-৬০৪৯)

সময় আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত:

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব জাতির জীবন বিধান পবিত্র আল কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন,

‘তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? (সূরা আল-মুমিনুন : **১১৫**)।

ইসলামে মানুষের অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই।
আল্লাহতায়ালা বলেন,
‘কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও।’ (সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮)

সুতরাং মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত অতীব দামি। প্রবাদ রয়েছে, ‘সময় এবং নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না’। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ। একই জলপ্রবাহে যেমন দুবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুবার পাওয়া যায় না।
পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। সময় কখনো থামতে জানে না, সে আপন গতিতে সদা চলমান। সময় কখনো ক্লান্ত হয় না, তাই তার বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না।

সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল কুরআনে সময়ের শপথ করে বলেন,

‘সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ (সূরা আসর-১-৩)।

সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা বুদ্ধিমানের কাজ।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি-২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ-১৭৭৩৪)।

পৃথিবীর সফল মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা সময়কে গুরুত্ব দিয়েছে, তাই আজ সফল। জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাইলে এবং পরকালে আল্লাহতায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য সময়কে যথার্থভাবে কাজে লাগানো প্রয়োজন।

ভুলে গেছি একদিন আল্লাহতায়ালার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়! অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। পুনশ্চ! অবশ্যই অতি অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তি ভোগ

করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদিগকে প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' (সূরা ১০২ তাকাছুর, আয়াত : ১-৮)।

আল্লাহতায়ালা বলেন,

'(হে রাসূল) যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা নত করে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী (সূরা আস সাজদাহ : ১২)।

তাই এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় যতটুকু সময় পাওয়া যায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন,

'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।' (সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১)।

মানুষকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আসুন আলস্য, উদাসীনতা ও দুনিয়ার মোহ পরিহার করে সময়কে যথাযথ ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার সুধা পান করি।

সময়ের অনুভূতি সময়ের মূল্যায়ন:

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। জনৈক ব্যক্তি কোথাও একটি অতি মূল্যবান হীরকখন্ড পেল। সে তা নিয়ে এক জহুরীর নিকট গেল এবং হীরকখন্ডটি সম্পর্কে জানতে চাইল। জহুরী তাকে বলল, এর প্রকৃত মূল্য তখনই হবে যখন এর উপর কারুকার্য খচিত হবে। তবে এ কাজ অত্যন্ত জটিল ও স্পর্শকাতর। এর জন্য মোটা অংকের পারিশ্রমিকও গুণতে হয়। লোকটি জহুরীর কথায় হীরার মূল্য উপলব্ধি করতে পারল এবং এ কাজের জন্য যে কোনো

পারিশ্রমিক দিতে রাজি হয়ে গেল। জহুরীকে সাথে করে নিজের বাড়ি নিয়ে এল। জহুরীর একটি গুণ এই ছিল যে, সে গানও জানত। কথাবার্তার এক ফাঁকে লোকটি তাকে একটি গান শোনানোর আবেদন করল। জহুরী একটি গানের সুর ধরে গাইতে শুরু করল। এদিকে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গান শেষ করে জহুরী বলল, আমার পারিশ্রমিক দিন, আমার সময় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনে লোকটি অবাক-বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল, কীসের পারিশ্রমিক? আপনি তো এখনও হীরকখণ্ডটি স্পর্শই করেননি! এবার জহুরী বলল, 'আরে, মূল্য তো সময়ের হয়। আর আমি তা দিয়েছি। সুতরাং আপনাকে এখন তার মূল্য দিতে হবে।' ফলে বাধ্য হয়েই তাকে এর পারিশ্রমিক পরিশোধ করতে হল।

দেখুন, লোকটি হীরার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পারলেও সময়ের মূল্যের কোনো অনুভূতিই তার ছিল না।

একই অবস্থা আমাদেরও। আমাদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড় কারণ এই যে, আমরা সময়ের মূল্য অনুধাবন করতে পারি না এবং সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে জানি না। বর্তমান বিশ্ব যে বুরাকের গতিতে এগিয়ে চলেছে, এক সময় তা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি এ সবকিছুকেই বাস্তব করে দেখিয়ে দিয়েছে।

বড় পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান সময়ের এসব তাক লাগানো প্রযুক্তি ঐ লোকেরাই ব্যবহার করছে, যারা গোটা বিশ্বকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করতে চায়। আর গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার কথা যে জাতির, সে জাতি আজ রিক্তহস্ত।

একটি প্রসিদ্ধ ফার্সী উক্তি আছে-

'যদি একটি মুহূর্ত উদাসীন থাকি, তবে হাজার মাস পিছনে পড়ে যাব।'

এটি একটি বাস্তব সত্য যে, কখনো কখনো মানুষ মুহূর্তের ভুলের কারণে শত বছর পিছিয়ে পড়ে। প্রকৃত বুদ্ধিমান তো সে-ই, যে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পূর্ণ দৃঢ়তা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ভবিষ্যতের পথে চলে। এক-একটি মুহূর্ত হিসাব করে খরচ করে আর সময়কে অধিক থেকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে সচেষ্ট হয়।

একটি উর্দূ প্রবাদ হল-

‘অদৃষ্টের হাতে সেই জাতি তরবারীসদৃশ, যারা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের কাজ-কর্মের হিসাব কষে।’

আলাহ তাআলা সূরা ‘আছর’ এর মধ্যে মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার কথা বলার সময় যুগ-সময়ের শপথ করেছেন। তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সময় যা মানুষ লাভ করে তা অনেক বড় ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর সঠিক মূল্যায়নকারী ও যথার্থ ব্যবহারকারী অনেক কিছুই হতে পারেন। আর যে এর প্রতি উদাসীন, হেলায়-খেলায় যে তা কাটিয়ে দেয় সে মূলত নিজেরই অধঃপতন ডেকে আনে।

এ সময়জ্ঞান সর্বপ্রথম যে জাতির হওয়া উচিত ছিল সে হল মুসলিম জাতি। অথচ আজকের সমাজে সম্ভবত মুসলমানদের মাঝেই এ অনুভূতি সবচেয়ে কম বলে মনে হয়। যখন অন্যান্য জাতি নিজ নিজ লক্ষ্যের পথে জান-প্রাণ দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে- তাদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন্ তখনও কিন্তু মুসলিম জাতি, যাদের সামনে রয়েছে অভিষ্ট লক্ষ্য, তাদের মাঝে এ অনুভূতিই জাগে না যে, সময় নিজের বয়ে চলেছে। অথচ তা থেকে কোনো সুফল গ্রহণ করা হচ্ছে না।

এটি একটি ব্যাপক অবস্থা। তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। আজকের এ আঁধার রাতে স্থানে স্থানে কিছু প্রদীপ জ্বলছে, কিন্তু তা ঐ আঁধারের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রদীপরশ্মির আরো প্রখরতার প্রয়োজন। বিশেষত যখন ঐ প্রদীপগুলো নেভানোর জন্য পাগলা হাওয়ার এলোমেলো ঝাপটা এসে পড়ছে।

ঈমানের বাতি প্রজ্জ্বলন করা, তার আলোকরশ্মিকে আরো প্রখর করা এবং আরো অসংখ্য বাতি জ্বালানোর জন্য প্রয়োজন নিজেকে মোমের মতো বিলীন করে দেওয়ার অনুপ্রেরণা। আঁধারে চারদিক ছেয়ে যাওয়ার এ বর্তমানে আলো-আঁধারের এটি একটি দ্বন্দ মাত্র। এ পরিস্থিতিতে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি ঈমানদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, সময়ের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করা এবং একটি মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সদা সতর্ক

থাকা। আলাহপ্রদত্ত যোগ্যতাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে ঈমানের রশ্মিতে প্রখরতা আসবে। আর যে কোনো আঁধারের মোকাবেলা করা সহজ হবে।

সময়ের সঠিক মূল্যায়নের এটি একটি সাধারণ ফায়দা। ব্যক্তিগতভাবে যদি ভেবে দেখা যায় তাহলে অনুমিত হয় যে, এক একজন মানুষের জন্য সময়ের মূল্য কত অধিক। অথচ তা কীভাবে অপব্যবহার ও বিনষ্ট করা হচ্ছে। কখনো কখনো মাথায় এ ভাবনার উদয় হয় যে, এ কাজটি যদি এখন না করি তাহলে তাতে এমন কী আর এসে যায়? সামনে আরো অনেক সময় আছে। কিন্তু একটি বারের জন্যও এ ধারণা হয় না যে, এখন আর ভবিষ্যতের সময় দুটি তো এক নয়। দুটিই তো নিজ নিজ স্থানে অতি মূল্যবান। যে সময়টুকু চলে গেল তা তো কখনো আসবে না। যদি তা বিনষ্ট হয়ে থাকে তবে তা হাতছাড়া হয়ে গেল। শত ক্রন্দনেও এরপর তা আর ফিরে আসবে না। আর এ জন্যেই ইসলামের একটি শিক্ষা এই যে, মুসলমান নিষ্ফল ও অনর্থক কোনো কাজ করতে পারে না। কেননা, তাকে সময়ের মূল্য বলে দেওয়া হয়েছে এবং সময়কে আরো মূল্যবান করার কৌশলও শেখানো হয়েছে। সময় অতীব নিকটতম হওয়া স্বত্ত্বেও মানুষ তাকে শুধু অনুভব করতে পারে, প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তাই মানুষ কখনো সময়কে অতিক্রম করতে পারে না, সময়ই তাকে অতিক্রম করে চলে যায়।

যে সময় গুলো নষ্ট হচ্ছে সেগুলোই আসল সময়:

এক এক মুহূর্তের সমষ্টিই তো জীবন। প্রতিটি মুহূর্ত সময়ের একটি অংশ। সময়ের আলাদা কোনো অস্তিত্ব যেহেতু মানুষ অনুভব করে না তাই সময়ের বয়ে চলাও অনুভূত হয় না।

وإنا لفي الدنيا كركب سفينة * نظن وقوفا، والزمان بنا يجري

আমরা দুনিয়ার বুকে যেন নৌকার যাত্রী। মনে হয়, ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। অথচ সময় আমাদের নিয়ে বয়ে চলেছে।

নৌকা কিংবা গাড়ির আরোহী কোথাও যাওয়ার সময় মনে করে সে বসে আছে। অথচ সে চলছে। ঠিক তেমনি সময়ও তার কাজ করে চলেছে। সময় শেষ হয়েই যায়। বয়স বাড়ার

অর্থ জীবন কমে যাওয়া। অথচ আমরা একটুও ভাবি না। আমাদের অবস্থা হল, কবির ভাষায়

الوقت أنفس ما عُنِيت بحفظه * وأراه أسهل ما عليك يضيع

সংরক্ষণ করা যায় এমন বস্তুর মধ্যে সময় সবচেয়ে মূল্যবান/অথচ দেখছি, এটিই সবচেয়েসহজে তোমার কাছে নষ্ট হচ্ছে।

রমযানুল মুবারক শুরু হয়। বুদ্ধিমানেরা আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নেয়, কর্মের প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আলাদা নিযামুল আওকাত তৈরি করে। এরপর রমযানের শুরু থেকেই প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগায়। আর কিছু মানুষ প্রথম দশক পর্যন্ত মনে করে, কেবল তো রমযান শুরু হল। আর অধিকাংশ মানুষ তো প্রথম দুই-চার দিনেই তাদের সব আগ্রহ-উৎসাহ শেষ করে ফেলে। আর সকলের কাছেই শেষ দশক যেন রমযানের পরিশিষ্ট, মূল রমযান তো আগেই শেষ হয়ে যায়! এ কারণে শেষ দশক কাটিয়ে দেওয়া হয় ঈদের প্রস্তুতিতে। এ সময়ের প্রধান ব্যস্ততা থাকে কেনাকাটা, ঘুরে বেড়ানো ও বন্ধুদের সাথে আড্ডা। এই তো আমাদের অবস্থা!!
কিন্তু আমাদের আকাবির কী করতেন? তাঁদের রমযান কেমন ছিল? শেষ দশক তারা কীভাবে কাটাতেন এসব তাদের জীবনী-গ্রন্থ থেকে পাঠ করা উচিত। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলভী রাহ.-এর পুস্তিকা 'আকাবির কা রমযান'ও অধ্যয়ন করা যেতে পারে।শেষ দশকের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, এটিই হচ্ছে সুন্নত ইতিকাফের সময়। আর লায়লাতুল কদরেরও প্রবল সম্ভাবনা শেষ দশকেই হওয়ার।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদরের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সে তো সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়।(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৪৪)
সুতরাং শেষ দশককে যে নষ্ট করে সে প্রকৃতপক্ষে নিজের সব কল্যাণ বিসর্জন দেয়।
উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বর্ণনা করেন-

كان رسول الله صلى الله عيله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে সবচেয়ে বেশি মেহনত করতেন। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৭৫)

তিনি আরো বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلَ، وأيقظ أهلَه، وجّدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ.

শেষ দশক শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জাগতেন। পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন। অনেক মেহনত করতেন। এমনকি কোমর বেঁধে নিতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২০২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৭৪)

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

যে সওয়াবের আশায় রমযানের সওম আদায় করে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর যে সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদরে জাগরণ করে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২০১৪)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله صلى الله عيله وسلم : التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يُغْلَبَنَّ على السبع البواقي.

তোমরা শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ কর। তোমাদের কেউ দুর্বল কিংবা অক্ষম হলে সে যেন অবশিষ্ট সাত রাতের বিষয়ে পরাজিত না হয়। Ñসহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৫ (২৭৪১)

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন-

تّحَيَّنوا ليلة القدر في العشر الأواخر، أو قال : في التسع الأواخر.

তোমরা শেষ দশ রাতে লায়লাতুল কদর তালাশ কর। অথবা বলেছেন, শেষ নয় দিনে। সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৫ (২৭৪৩)

এই হাদীসের মতো অন্য অনেক হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লায়লাতুল কদর নির্দিষ্ট কোনো রাতের নাম নয়, যে রাতে সবাই মসজিদে সমবেত হবে, কিছু কথা শুনবে, এরপর সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দুআ করে চলে আসবে!!লায়লাতুল কদর লাভের জন্য গোটা রমযান বিশেষ করে শেষ দশকে পূর্ণ প্রস্তুত থাকা উচিত এবং এর খোঁজে নিজেকে পূর্ণ মনোযোগী রাখা উচিত। নফল নামায, দুআ-যিকির, ইস্তিগফার, কুরআন তিলাওয়াত ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি আমলে সময় কাটানো উচিত। যেন শবে কদরের বরকত হাসিল হয় এবং মাগফিরাতের নিআমত লাভ করা যায়।
এজন্য প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত, শেষ দশকের ইতিকাফ। কমপক্ষে অধিকাংশ সময় মসজিদে ও ইবাদতে কাটানো। আর গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা তো মুমিনের সবসময়ের কর্তব্য। রমযান মাসে বিশেষ করে শেষ দশকে তা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।বর্তমান সময়ে সবচেয়ে অনর্থক ও অযথা যে কাজে এই মুবারক সময়টুকু নষ্ট করা হয় তা হল কেনাকাটা, ঘুরে বেড়ানো ও বন্ধুদের সাথে আড্ডা।

জীবনে অতি মূল্যবান:

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ

মানুষের ইসলামের একটি সৌন্দর্য হল, যে কাজে দ্বীন বা দুনিয়ার কোনো ফায়দা নেই তা ছেড়ে দেয়া। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩১৮
অর্থাৎ যে কাজে আখেরাতের কোনো ফায়দা রয়েছে অথবা দুনিয়ার কোনো বৈধ ফায়দা রয়েছে তা করবে। কিন্তু যে কথা-কাজে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো ফায়দা নেই তা করবে

না। আর যে কথা-কাজে বিলকুল কোনো ফায়দা নেই, উপরন্তু তাতে ক্ষতি রয়েছে তা অবশ্যই পরিহার করবে, যাতে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো লোকসান না হয়।

★ গুনাহের ক্ষতি:

সব ধরনের গুনাহে দুনিয়া-আখিরাতের ক্ষতি রয়েছে। আমাদের গুনাহের দ্বারা দুনিয়ারও ক্ষতি ও বরবাদী নেমে আসে। মানুষের প্রশান্তি উড়ে যায়। মানুষ অস্বস্তি ও অস্থিরতার মাঝে থাকে। আর আখেরাতের ক্ষতি তো রয়েছেই। সবচে' বড় শাস্তি তো কবর ও দোজখের শাস্তি। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানদের তা হতে রক্ষা করুন- আমীন।

★ জীবন মূল্যবান:

মোটকথা, অনর্থক কথা-কাজ থেকে বাঁচা অতি জরুরি। কারণ, আমাদের জীবন অত্যন্ত দামী। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। আমরা যদি সামান্য সময়ও চিন্তা করি তাহলে আমাদের বুঝে আসবে যে, জীবনের মূহূর্তগুলো কত মূল্যবান। এর সঠিক মূল্য তো বুঝে আসবে আখেরাতে গিয়ে, যখন আমাদের ইখতিয়ারে কিছু থাকবে না; চাইলেও একটি নেকী অর্জন করা সম্ভব হবে না। দুই রাকাত নামাযের কী মূল্য- তা সেদিন বুঝে আসবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের তা বুঝিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

مَرّ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثًا فَقَالَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ مِمّا تَحْقِرُونَ وَتَنْفِلُونَ يَزِيدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيّةِ دُنْيَاكُمْ.

قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সদ্য দাফনকৃত একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাহাবীদের লক্ষ করে বললেন, দুই রাকাত নামায, তোমরা যেটাকে সামান্য মনে কর, এই ব্যক্তির কাছে এই দুই রাকাত নামায -যা তার আমলনামাকে সমৃদ্ধ

করবে- সারা দুনিয়া থেকে উত্তম। -আযযুহদু ওয়ার রাকাইক, ইবনুল মুবারাক, হাদীস ৩১; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৯২০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৩৫০৬

অর্থাৎ, তোমরা কখনো তাড়াতাড়ি দুই রাকাত নামায পড়ে নাও আর এটাকে সামান্য মনে কর। অথচ তা সামান্য নয়, এই মৃতব্যক্তি, যে এই কবরের মধ্যে রয়েছে, সে আফসোস করছে এবং তামান্না করছে, হায় আমার জীবনের আরো কিছু সময় যদি মিলতো, তাহলে আমিও দুই রাকাত পড়ে নিতাম আর তা আমার আমলনামাকে সমৃদ্ধ করত। তার কাছে দুই রাকাত নামায দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।
দুনিয়ায় যত নিআমত আছে, যত সম্পদ আছে- সোনা-রূপা টাকা-পয়সা, পদ-পদবী, রাজত্ব-সাম্রাজ্য, ইয্যত-সম্মান অর্থাৎ দুনিয়ার যত নিআমত; তার কাছে দুই রাকাত নামায এই সকল নিআমত হতে উত্তম। এজন্য সে তামান্না করছে, হায়! যদি আমার জীবনের আরো দুই মিনিট মিলে যেত তাহলে দুই রাকাত নামায পড়ে নিতাম! তোমরা দুই রাকাত নামাযকে সামান্য মনে কর; তার কাছে জিজ্ঞেস কর- দুই রাকাত নামায কত মূল্যবান!

★ **যতদিন দেহে প্রাণ আছে :**

এখনো আমরা জমীনের উপর। দেহে প্রাণ আছে, ইচ্ছাশক্তি আছে। চাইলেই নেক আমলের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে পারছি। চাইলেই سُبْحَانَ الله বলতে পারছি এবং এর ফযীলত ও সওয়াব লাভ করতে পারছি। মৃত্যু এসে গেলে শত আফসোস করেও একবার সুবহানাল্লাহ বলতে পারব না।

★ **سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه-এর সওয়াব :**

এক হাদীসে আছে, যদি কোনো ব্যক্তি দিনে একশ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه পড়ে তাহলে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়। আর এর সাথে যদি سبحان الله العظيم মিলানো হয় তাহলে তার সওয়াব আরো বেড়ে যাবে। কারণ আরেক হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশ বার سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه পড়বে কিয়ামতের

দিন তার চেয়ে বেশি সওয়াব নিয়ে আর কেউ উঠবে না। তবে ঐ ব্যক্তি, যে অনুরূপ আমল করেছে বা তারচে' বেশি। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯১, ২৬৯২)

সময় কাজে লাগানোর এর চেয়ে মূল্যবান উপায় আর কী আছে। সময় চলে গেলে এর উপর আফসোস হওয়ায়ই তো স্বাভাবিক।

★ দরূদ শরীফের ফযীলত:

সময় কাজে লাগানোর আরেক উত্তম আমল দরূদ শরীফ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ صَلّٰى عَلَيّ وَاحِدَةً صَلّٰى الله عَلَيْهِ عَشْرًا

যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পেশ করবে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৮

সবচেয়ে ছোট বাক্যে দরূদ হল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটুকু বললেও উক্ত সওয়াব লাভ হবে। আর দরূদের সবচেয়ে উত্তম বাক্য হল দরূদে ইবরাহীমী, যা আমরা নামাযে পড়ি। সওয়াবের পরিমাণের সাথে সাথে দরূদের আরেক ফযীলত হল আল্লাহর নৈকট্য লাভ। সাথে সাথে আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণকারী সবচেয়ে উত্তম আমল হল দরূদ।

দরূদ পড়া সবার জন্য সহজ। ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর ব্যক্তিও প্রত্যেক নামাযের পর খুব সহজেই তা পড়তে পারে। নামায পড়তে আসছে তো পথেই পড়ে নিতে পাড়ে। মসজিদে আসার পর মসজিদে বসে বসে পড়তে পারে। নামাজের পর যখন তাসবীহাত পড়ছে তো দুই-দশবার পড়ে নিতে পারে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর রহমত বর্ষণ করেন। আর আমরা তো পদে পদে আল্লাহর রহমতের মুখাপেক্ষী। সুতরাং সময়ের অপচয় না করে সুযোগ হলেই দরূদ পাঠ করা উচিৎ।

★ কাজ তিন প্রকার:

ইমাম গাযালী রাহ. বলেন, মানুষের যাবতীয় কাজ তিন প্রকার।

এক. এমন কাজ যাতে দ্বীন-দুনিয়ার কোনো ফায়েদা আছে। অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো বৈধ ফায়দা রয়েছে কিংবা দ্বীনের বা আখেরাতের কোনো ফায়দা রয়েছে। যেমন তাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। এর পাশাপাশি দুনিয়ারও উপকারিতা রয়েছে।
দ্বিতীয় প্রকার কাজ হল, যাতে দুনিয়া-আখিরাতের কোনো না কোনো লোকসান রয়েছে। দ্বীনের লোকসান- যেমন কোনো গুনাহের কাজ। চাই তা ছোট হোক বা বড়, হাতের গুনাহ হোক বা চোখের, কানের গুনাহ হোক বা অন্তরের। তেমনি যে কাজে দুনিয়ার ক্ষতি রয়েছে। এ ক্ষতি জানের হোক বা মালের।
তৃতীয় প্রকার কাজ হল, যাতে দুনিয়া-আখেরাত এবং দ্বীনের কোনো লাভ নেই আবার ক্ষতিও নেই।
এখন যে কাজে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো ফায়দা রয়েছে তা তো আমার উপকার করবে। নিজের চব্বিশ ঘণ্টা সময় এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত এবং সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এমন কাজ করবে, যাতে দুনিয়ার বৈধ ফায়দা রয়েছে কিংবা আখেরাতে প্রতিদান রয়েছে। আর যে কাজে দুনিয়া-আখেরাতের কোনো না কোনো লোকসান রয়েছে এমন কাজ হতে নিজেকে রক্ষা করবে।
বাকি রইল ঐ কাজ, যাতে কোনো লোকসান নেই, উপকারও নেই। নেকী নেই, বদীও নেই। কোনো আজর ও প্রতিদানও নেই, কোনো শাস্তিও নেই। তো ইমাম গাযালী রাহ. বলেন, যদি মানুষ চিন্তা করে, তাহলে বুঝবে যে, তৃতীয় প্রকার কাজেও লোকসান রয়েছে। কেননা, সে যতটুকু সময় অনর্থক কাজে ব্যয় করল, যদি তা ভালো কাজে ব্যয় করত তাহলে না জানি কত ফায়দা অর্জিত হত।

★ একটি কিসসা ও তার শিক্ষা:

উপরের বক্তব্যের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক ব্যক্তি অনেক গরীব, অভাব-অনটনে জর্জরিত। ঘটনাক্রমে সে একটি দ্বীপে পৌঁছল। সেখানে একটি স্বর্ণের পাহাড় রয়েছে। আর পাহাড়ের মালিক তাকে বলল, তুমি তো গরীব মানুষ। অভাব-অনটনে দিন কাটাও। আমার এই স্বর্ণের পাহাড় থেকে তুমি যত স্বর্ণ বের করতে পারবে সব তোমার। আর জেনে রেখ,

আমি যখন চাইব নিষেধ করে দেব। কিন্তু আমি একথা বলব না যে, কোন্ সময় নিষেধ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিষেধ না করব ততক্ষণ যত ইচ্ছে নিতে পার। আর যখন নিষেধ করব তখন এক রত্তিও নেওয়ার অনুমতি থাকবে না। নিতে চাইলেও নিতে পারবে না। শুধু তাই নয় তুমি যদি দ্বীপ হতেও বের হতে না চাও তাহলে তোমাকে জোর করে বের করে দেব।

বিবেকের দাবি, সে এক মুহূর্তও গাফলতে কাটাবে না। রাত-দিন স্বর্ণ সংগ্রহের কাজেই লেগে থাকবে। যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায় এর মধ্যে সে চেষ্টা করবে কত বেশির থেকে বেশি স্বর্ণ সংগ্রহ করা যায়।

এখন যদি কেউ তাকে বলে, এ দ্বীপ অনেক বড়, অনেক সুন্দর। অনেক বিনোদনের ব্যবস্থা আছে এখানে; চল, ঘুরে দেখে আসি। তাহলে সে কী উত্তর দিবে? বলবে, রাখ তোমার সুন্দর দ্বীপ আর বিনোদন। আমার এগুলোর সময় নেই। আমার এখন একই ব্যস্ততা। সে যতটুকু সময় পাবে নিজের থলেতে স্বর্ণ জমা করবে। রাত-দিন এ ফিকিরেই থাকবে।

কিন্তু লোকটি যদি ঐ ব্যক্তির কথা শুনে ঐ দ্বীপ ঘুরে দেখা আর বিনোদনে লেগে যায় তো বাহ্যত এতে তার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু বাস্তবে কত বড় ক্ষতি! ঘুরে ঘুরে সময় শেষ করল আর একসময় মালিক বলল, যাও এ দ্বীপ থেকে বের হয়ে যাও। আর সে চাইল আমাকে এক মিনিট সময় দিন। তা তো মালিক আর দিবে না। তখন তার আফসোসের আর সীমা থাকবে না। এটাই হল অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতি।

★ আমাদের অবস্থা:

আমরা সময় নষ্ট করার অজস্র পথ আবিষ্কার করেছি এবং তা আমাদের জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। গুনাহের কথা না হয় বাদই দিলাম। এতে তো দুনিয়া-আখেরাতের ক্ষতি রয়েছে। সর্বদা তা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কিন্তু গুনাহ ছাড়াও আমাদের অনর্থক কাজের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ।

আমরা যদি পরস্পরে কথাবার্তা শুরু করি তাহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্থক কথায় নষ্ট করে দেই। এতে নারী-পুরুষ সবাই লিপ্ত। যদি অজান্তে কেউ আমাদের কথা রেকর্ড করে তারপর মজলিশ শেষে সে রেকর্ড শুনিয়ে দেয় তো আমরা নিজেরাই অনুমান করতে পারব, এক হাজার কথার মধ্যে একটি কথাও কাজের নয়; অনর্থক কথা-বার্তায় আমাদের মজলিশ ভরা থাকে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

★ সাজ-সজ্জায় সময় ব্যয়:

অনর্থক কাজসমূহের একটি হল, সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চা। অন্যায় প্রদর্শন ও বেপর্দার নিয়ত ছাড়া প্রয়োজন পরিমাণ সাজ-সজ্জা ও ত্বকের যত্ন নেয়াতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু মেয়েরা উৎসব-অনুষ্ঠানে নিজেকে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিজেকে সাজানোর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে। না জানি সাজ-গোজের কত স্তর অতিক্রম করে মেয়েরা কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কাবেল হয়। অথচ স্বামীর জন্য সাজতে মোটেও প্রস্তুত নয়। সাজলে সাজ স্বামীর জন্য।

আজকাল তো কিছু পুরুষদেরও রূপচর্চায় ব্যস্ত দেখা যায়। তারাও এক্ষেত্রে মহিলাদের চেয়ে পিছনে নয়। এক হল ত্বকের যত্ন নেয়া আরেক হল সাজগোজ। আমি বলছি, অনর্থক ও অন্যায় সাজগোজের কথা। এসব অনর্থক কাজ। আল্লাহ রক্ষা করুন।

★ মৃত্যুর পূর্বেই কিছু করে যাও:

হযরত মাজযুব রাহ. বলেন, বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হলে নশ্বর পৃথিবী দ্বারা ধোকা খাবে। পৃথিবী তো নকশওয়ালা সাপ, যা দংশন করে। মনে রেখো অন্যথায় পস্তাবে। একদিন তো মরতে হবে। আখের হল মৃত্যু। সুতরাং যা করার করে নাও।

এখন আমরা আমাদের জীবন কীভাবে আখেরাতের কাজে ব্যবহার করব? এজন্য চার কাজের ইহতেমাম করব। এর দ্বারা আমরা অনর্থক কাজ-কর্ম থেকে বেঁচে জীবনের সময়কে কাজে লাগাতে পারব।

১. গুনাহ থেকে বাঁচা

প্রথম কাজ হল যাবতীয় গুনাহ থেকে খাঁটি তওবা করা এবং ভবিষ্যতে তা থেকে বাঁচার পাক্কা ইরাদা করা। হিম্মত করব আর আল্লাহ তাআলার তাওফীকও চাইব।

২. সবকাজ আল্লাহর জন্য করা

দ্বিতীয় হল, ঐ কাজ যাতে দুনিয়া-আখেরাতের ফায়দা রয়েছে তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করব। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা যত কাজ করি, এর মধ্যে কিছু রয়েছে ইবাদত এবং কিছু রয়েছে দুনিয়ার বৈধ কাজ। সকল কাজে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়ত করব। তাহলে সবকিছুই কাজে আসবে- ইনশাআল্লাহ।

৩. যিকিরের অভ্যাস

তৃতীয় কাজ হল, বেশি বেশি যিকিরের অভ্যাস করা। এটা অনেক বড় দৌলত। এ দৌলত তো ইবনে হাজারের নসীব হয়েছিল। হাতে কলম কাটছেন যবানে ﷲ ﷲ যিকির করছেন। যখন কারো যিকিরের আদত হয়ে যায় তখন শুয়ে-বসে, চলতে-ফিরতেও তার যবান আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকে। ফলে সে ُالَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّه (যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়)-হাদীসের মেসদাক হয়ে যায়।

তো আল্লাহর অধিক জিকির ঐ নিআমত, ঐ দৌলত যার আজর-সওয়াবও সীমাহীন।

এর জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সারাদিনের মাসনূন দুআগুলোর ইহতিমাম করা। এর দ্বারা আমরা জীবনের মুহূর্তগুলো আল্লাহর স্মরণে কাটাতে পারব।

৪. অনর্থক কাজ ছেড়ে দেয়া

চতুর্থ কাজ হল, যাবতীয় অনর্থক কাজ, কথা-বার্তা, আলোচনা, মজলিশ, প্রোগ্রাম থেকে নিজেকে বাঁচানো। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই চার কাজের মুহাসাবা করা।

আমি সকালে ইরাদা করেছি, আমি ফরয-ওয়াজিব-সুন্নত যথাযথ আদায় করব, গুনাহ থেকে বাঁচব। অনর্থক কাজ থেকে বাঁচব, বেশি বেশি জিকির করব। সব কাজ আল্লাহর জন্য করব। এখন আমি ভেবে দেখব যে, সারাদিন কীভাবে কাটালাম। শোয়ার পূর্বে পাঁচ মিনিট বের করে মুহাসাবাহ করব। যদি তাতে কোনো কমতি হয় তাহলে ইসতিগফার করা- আল্লাহ যে ত্রুটি হয়েছে মাফ করে দাও আগামীর জন্য তাওফীক দাও। দুআ করা-

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

এভাবে বিগত দিনের জন্য ইসতিগফার করা আর আগামীর জন্য দৃঢ় সংকল্প করা ও আল্লাহর তাওফীক চাওয়া।

আমাদের সময় আমরা কি কাজে ব্যবহার করছি:

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের মাগবূন ও ক্ষতিগ্রস্ত বলেছেন, আপনি তাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন না তো?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন-অধিকাংশ লোকই দুটি নেয়ামতের (কদর না করে) ক্ষতিগ্রস্ত হয় : নেয়ামত দুটি হচ্ছে সুস্থতা ও অবসর।-সহীহ বুখারী, মিশকাত

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, তোমরা পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বেই গুরুত্ব দাও এবং এর সদ্ব্যবহার কর। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্রেযর পূর্বে স্বচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মরণের পূর্বে জীবনকে।-জামে তিরমিযী

এই হাদীসগুলোর আলোকে একবার ভেবে দেখুন তো! এই যে আপনি গল্প করছেন, জীবনের অবসর সময়কে কাজে না লাগিয়ে অবহেলায় নষ্ট করছেন সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞাত আল্লাহ পাকের কাছে কেয়ামতের মাঠে আপনি কী জবাব দিবেন?

খাঁটি মুমিনের একটি গুণ, সে অহেতুক কোনো কিছুতেই সময় ব্যয় করে না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অর্থহীন কাজকর্ম ত্যাগ করার মাঝেই মুমিনের সৌন্দর্য নিহিত আছে।-সুনানে ইবনে মাজাহ, মিশকাত

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হুমাইদী খুব সুন্দর বলেছেন-মানুষের সাথে মেলামেশার কী লাভ, কিছু প্রলাপ ও অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক ছাড়া? অতএব জ্ঞানার্জন ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন ছাড়া লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাত কমিয়ে দাও। -হেকায়েতে সাহাবা

যদি বলা হয়, মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস কী? তবে এর উত্তর হবে সময়। অন্য ভাষায় সময়ের সমষ্টির নামই জীবন। এই সময় অফুরন্ত নয়। প্রদীপের তেলের মতোই সময়রূপ তেল যখন ফুরিয়ে যাবে তখন জীবনরূপ প্রদীপও যাবে নিভে। আর শুরু হবে এক অন্তহীন জীবন। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের উপর নির্ভর করছে সে জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা। এই সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠিও সেই অমোঘ জিজ্ঞাসা-আমি তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম তা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছ? ভালো কাজে কি মন্দ কাজে?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন কোনোদিন যায় না যেদিন সূর্যোদয়ের সময় সে এ কথা ডেকে বলে না যে, হে বনী আদম! আমি শেষ দিন পর্যন্ত আর কখনো তোমার কাছে ফিরে আসব না। সুতরাং তোমরা আজকের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ভালো কাজ করে নাও। (বায়হাকীর রেওয়ায়েতে, কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা)
সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূর্যাস্তের সময় এ বলে অনুতাপ করতেন যে, হায়! আমার জীবন থেকে একটি দিন কেটে গেল। কিন্তু আমার আমল তো বৃদ্ধি পেল না। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস রাহ.-এর কাছে একবার এক লোক এসে খানিকক্ষণ তাঁর সাথে গল্প করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি

তোমার সাথে গল্প করব, কিন্তু ততক্ষণ সূর্যটাকে তোমার ধরে রাখতে হবে। (কীমাতুয যামান ইনদাল উলামা)

ইমাম দাউদ তায়ীকে কেউ রুটির পরিবর্তে ছাতু পানিতে মিশিয়ে খেতে দেখে কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি হিসাব করে দেখেছি, রুটি খেতে যে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় সে সময়ে অন্তত পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করা যায়।

ইতিহাসে এ ধরনের আরো অনেক কাহিনী ও নমুনা ছড়িয়ে আছে। সব কথা ও কাহিনীর মূল বার্তা হল, সময়ের যথাযথ মূল্যায়ণ করা। অহেতুক কাজে বা কথায় সময় নষ্ট না করা।

অবসর সময়ে হাসি-তামাশায় মেতে না থেকে এই সময়টুকুকে আমরা অনেকভাবেই কাজে লাগাতে পারি। এই সময়টা আমরা যিকর-আযকার ও তাসবীহ-তাহলীলে কাটাতে পারি। জীবনে তো আমাদের কত ধরনের কত সংকটই লেগে আছে। যিকরের বরকতে আমাদের জীবনের সে সব সংকট অনেকটাই কেটে যাবে আর আখেরাতের প্রাপ্তি তো আছেই।সবচেয়ে বড় কথা, যিকরকারী ব্যক্তি যিকরের মাধ্যমে যে আন্তরিক প্রশান্তি ও স্বস্তি লাভ করেন দুনিয়ার আর কোনো কিছুতেই তা পাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকর অন্তরকে প্রশান্তি দান করে।-সূরা রা'দ : ২৭

হিফযুল কুরআন এবং হিফযুল হাদীসের সংকল্প করতে পারি। দৈনিক পাঁচটি করে আয়াত অথবা একটি করে হাদীস মুখস্থ করলেও তো কম নয়। এমন করলে ছয়/সাত বছর পর হয়তো দেখা যাবে পুরো কুরআন অথবা হাদীসের বিশাল এক ভান্ডার মুখস্থ হয়ে গেছে।এই সময়টুকুতে আমরা পড়াশোনার চেষ্টা করতে পারি। অনেক বোনকে দেখেছি, তারা বিয়ের পূর্বে যা একটু পড়াশোনা করতেন, বিয়ের পর তাও ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ হিসেবে বলেন এখন আর পড়ালেখা করে কী হবে? কেন বোন! পড়ালেখার সাথে বিয়ের কী সম্পর্ক?

পড়ার জন্য কি বয়সের কোনো নির্দিষ্ট সীমা টানা আছে? উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রা. কিংবা উম্মে সালমা রা. তো নবীজীর সংসারে আসার পরই সব শিখেছেন।

কেউ কেউ শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর অসহযোগিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের বিদ্রুপাত্মক মনোভাবের কথা বলে থাকেন। কিন্তু তারপরও আমি বলব, প্রিয় বোন! আপনার কাছে যদি এসব অহেতুক গল্প-কথার মজলিস ঘৃণিত হয়, আপনি যদি আপনার লক্ষ্যে অবিচল হন, আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেন এবং ইচ্ছা করেন পড়াশোনা করে জীবনের মূল্যবান সময়টাকে কাজে লাগাবেন এবং এতে যে বিদ্যাটা আপনার অর্জিত হবে তা কোনো কল্যাণ কাজে ব্যয় করবেন তবে আপনি অবশ্যই সফল হবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তাদেরকে আমি অবশ্যই পথপ্রদর্শন করব। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে আছেন।-সূরা আনকাবুত : ৫৯

আমাদের অনেকের পরিবারেই আর্থিক সংকট ও টানাটানি আছে। হালাল উপার্জনে টানাটানি থাকাটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে দেশে অনেক ধরনের হস্ত ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। বাজারেও এসবের চাহিদা যথেষ্ট। কোনো পুঁজি ছাড়াই এবং ঘরে বসে এসব কাজ করে বেশ লাভ করা যায়।অবসর সময়ে এসব হস্তশিল্পের মধ্য থেকে যে কোনো একটা নির্বাচন করে এর পেছনে সময় ব্যয় করলে সময়টাও কাজে লাগবে এবং স্বামীকে সংসার ব্যয়ে কিছুটা হলেও সাহায্য করা হবে।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর স্ত্রী হযরত রায়েতা রা. হাতের কাজ করতেন এবং তার আয় সংসারের প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। সংসারের প্রয়োজনের কারণে তিনি তার উপার্জিত অর্থ সদকা করতে পারতেন না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে একবার তিনি এ বিষয়ে অনুযোগ করলে এবং এই ব্যয়ে কোনো সওয়াব হবে কি না জানতে চাইলেন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইরশাদ করেন-এতে তোমার দুটি সওয়াব হবে। একটি আত্মীয়দেরকে দান করার এবং অপরটি সদকার।-মুসনাদে আহমদ

মুমিনের জীবনের সময়ের মূল্য:

আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের সাথে জড়িয়ে আছে সময়। এটি আল্লাহ তায়ালার এমন একটি সৃষ্টি যা সবার জন্য সত্য; সব সৃষ্ট বস্তুর নির্দিষ্ট সময় বা আয়ু রয়েছে। সারা বিশ্বজগৎ একদিন শেষ হয়ে যাবে; এর জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া আছে। সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সময়, কোন ঘটনা ঘটবে সবকিছু মহান আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'কিতাবুম মারকুম- অর্থাৎ এটি লিপিবদ্ধ কিতাব।' (সূরা মুতাফফিফিন-৯)

প্রত্যেক মানুষ দুনিয়াতে আগমন করেছে নির্দিষ্ট কিছু সময় নিয়ে। নির্দিষ্ট সময়ের পর কোনো প্রাণী বা সৃষ্টির বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকেও অবকাশ দেবেন না।' (সূরা মুনাফিকুন-১১) এখন প্রশ্ন হলো, সময় কী? উত্তরে বলা যায়- যা এইমাত্র অতীত হলো, তা-ই সময়। এখন যে মুহূর্ত আমরা অতিক্রম করছি, সেটিই সময়। কিছুক্ষণ পরে যেখানে আমরা প্রবেশ করব, সেটিই সময়। এটি সর্বাবস্থায় চলমান। সময় নামের অক্টোপাস থেকে কে, কখন, কবে মুক্তি পেয়েছে বলুন?

আল্লাহ তায়ালা সময়কে সৃষ্টির মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করেছেন, যাতে মানুষ সময়ের গুরুত্ব দিতে শিখে। সফল তারাই, যারা এই সময়কে ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারেন। বিশেষত মু'মিন জীবনে সময় মানেই নিজের মুক্তি ও পুরস্কার নিশ্চিত করে নেয়ার মওকা। কারণ, দুনিয়ার জীবনের এ নির্দিষ্ট ও স্বল্প সময়ের ওপর নির্ভর করছে পরবর্তী অনন্তকালের জীবনের পরিণতি। তাই একজন মু'মিনের মালিকানায় থাকা সবচেয়ে দামি, মূল্যবান ও সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ এই সময়। অন্য সম্পদ হারিয়ে গেলে আবার ক্রয় করা যায় কিন্তু সময় নামক এ সম্পদ হারিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না।

হাসান বসরি রহ: বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি মুষ্টিমেয় কিছু দিনের সমষ্টি মাত্র। এক এক করে দিন যখন চলে যায়, তখন তোমার জীবনের একটি করে অংশ চলে যায়।’ (হিলইয়াতুল আওলিয়া) আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভি বলেন, ‘সময় একটি ধারালো তরবারি। যদি তুমি তাকে আটকাতে না পারো, তাহলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে।’ (আল ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম) এ জন্য একজন মু’মিন সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করবেন। সময়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন- ‘সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত! তবে তারা নয় যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।’ (সূরা আসর : ১-৩)

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে সূরা ফজর (দিনের প্রারম্ভ), সূরা লাইল (রাত), সূরা দোহা (সকাল), সূরা ফালাক (প্রভাত) ইত্যাদি নাজিল করে সময় সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। রাসূল সা: বলেছেন, ‘অধিকাংশ মানুষ দু’টি নিয়ামত সম্পর্কে গাফেল তা হলো- সুস্থতা ও অবসর।’ (বুখারি-৫৯৩৩)

হজরত আবু বকর রা: হজরত উমর রা:-কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ‘শোনো! দিনে আল্লাহর কিছু কাজ রয়েছে, যা রাতে কবুল হবে না, আর রাতে কিছু কাজ রয়েছে, যা দিনে কবুল হবে না।’ (আল ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম) তাই তো মুসলিম স্কলাররা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে দিনের সময় ওজনের ‘দাঁড়িপাল্লা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা জুমাকে সপ্তাহের, রমজানকে বছরের এবং হজকে জীবনের দাঁড়িপাল্লা গণ্য করতেন। তারা চাইতেন, মানুষ দিনের কাজ দিনে শেষ করুক, সপ্তাহের কাজ সপ্তাহে, মাসের কাজ মাসে এভাবে পুরো জীবনকে কাজে লাগাবে। কারণ, সময় কারো জন্য বসে থাকে না, ফিরেও আসে না। হাসান বসরি রহ: চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘ফজর ভেদ করে আলোতে আসা প্রতিটি দিন ডেকে বলে- হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি। আমি তোমার কাজের ব্যাপারে সাক্ষী। আমার কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করো।

কারণ, আমি বিদায় নেয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনোই ফিরে আসব না।’ রাসূল সা: বলেছেন, ‘একজন বিবেকবান মানুষের চার ধরনের সময় থাকা উচিত-

ক. একটা সময় গোপনে রবের কাছে প্রার্থনা করবে;

খ. একটা সময় সে নিজেকে মূল্যায়ন করবে;

গ. একটা সময় আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করবে এবং

ঘ. একটা সময় খাবার ও পানীয় সংগ্রহের জন্য ব্যয় করবে।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান)

সময়ের গুরুত্ব এত বেশি যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সময়ের বিষয়ে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। কিয়ামতের দিন যে চারটি প্রশ্নের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত বান্দার পা বিন্দু পরিমাণ নড়বে না; তার প্রথম দু’টিই সময় সম্পর্কে। জীবন সম্পর্কে; তা কোন কাজে ব্যয় করেছে। যৌবন সম্পর্কে; কিভাবে তা ক্ষয় করেছে। সময়ের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা মহাহিসাবের দিন আমাদের এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দিনের হিসাব নেবেন। হিসাব দিতে হবে প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বাক্যের; তিনি বলেন- ‘মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৎপর প্রহরী তার কাছেই রয়েছে।’ (সূরা কাফ-১৮) বলা হবে- ‘তুমি তোমার সময়ের হিসাব দাও’। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ‘পাঠ করো তুমি তোমার আমলনামা! আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।’ (সূরা বনি ইসরাইল-১৪) হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: পাঁচটি জিনিসের আগে যে পাঁচটি জিনিসকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন, তার মধ্যে একটি হলো- ব্যস্ততার আগে অবসর সময়কে।

ছাত্র জীবনে সময়ের মূল্য:

মুতা’আলা, সবক আর তাকরারের নতীযা বা ফলাফল সম্পর্কে হযরত আশরাফ আলী থানবী র. বলেন,“ যেসব তালিবুল ইলম নিয়মিত মুতা’লাআ, সবক আর তাকরার করবে, তারা অবশ্যই বড় আলেম হবে, যদি বড় আলেম না হয় তারা, তাহলে কিয়ামতের দিন আমার পান্জাবির আস্তিন ধরে রাখবে।”

সময়ের ব্যাপারে সাহাবা-তাবেয়ীগণ বেশ যত্নবান ছিলেন। যখনই তারা রাসূল সা.-এর কাছে কোনো হাদীস শুনতেন, তারা তা মুখস্ত করে নিতেন, আমল করতেন এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিতেন,যেন তারাও নেকির অংশে শরিক হন।

সময়ের ব্যাপারে সাহাবা –তাবেয়ীদের উক্তি

قال النبي صلي الله عليه وسلم:

"ما من يوم ينشق فرجه إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلي عملك شهيد ,فتزهد مني فإني لا أعود إلي يوم القيامة"

নবী কারীম সাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন , যখনই কোনদিনের প্রভাত উদিত হয়, তখনই সে মানুষকে সম্বোধন করে বলে, হে আদম সন্তান , আমি এক নতুন সৃষ্টি এবং কর্মের সাক্ষী। সুতরাং তুমি আমার থেকে পাথেয় সংগ্রহ কর। কেননা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না।”

আল্লামা হুমায়দীর কয়েকটি কবিতা

لقاء الناس ليس يفيد شيئا
سوي الهذيان من قيل و قال
فاقلل من لقاء الناس الا
لاخذ العلم او اصلاح حال

”লোকের সাথে দেখা সাক্ষাতে , আজে-বাজেগল্প-গুজব ছাড়া আর কোন ফায়দা নেই। কাজেই মানুষের সাথে দেখা-সাক্ষাত কম করবে। কিন্তু ইলম হাসিল ও আত্মশুদ্ধির জন্য দেখা-সাক্ষাত করবে।”

(সূত্র: বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ,পৃ: ১৭৪,প্রকাশনা;ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদরা.বলেন ,

ما ندمت علي شيئ ندمي علي يوم غربت شمسه,
نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي

আমার সবচে’ আফসোস ও পরিতাপ হয় –এমন দিনের জন্য, যেদিনের সূর্য ডুবেগেল,আমার দুনিয়ার হায়াত কমে গেল, অথচ সেদিনে আমার নেকআমল বৃদ্ধি পেল না।

উমরে সানী হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ র.বলেন , إن الليل والنهار يعملان فيكفاعمل فبهما

রাত ও দিন তোমার মাঝে কাজ করে চলছে , (তোমার চলা-ফেরা ও আচার-আচরণে কোন না কোন কাজ করে চলছে) তাই তুমি ও তাদের মাঝে কাজ করচ

লবে ,(কোননা কোন ভালো কাজ, নেক আমল করে দিন-রাতকে অতিবাহিত করবে।) প্রখ্যাত তাবেয়ী হাসান বাসরীর.বলেন,

يا ابن آدم ! إنما أنت أيام ,فاذا ذهب يوم ذهب بعضك

হে আদম সন্তান ! তুমি তো কত কদিনের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং যখন একটি দিন অতিবাহিত হয়েগেল তখন তোমার জীবনের একাংশ হারিয়ে গেল। তিনি আরো বলেন ,

أدركت أقواما مانوا عبي أوقاتهم أشد منكم حرصا علي دراهمكم ودنانيركم-

আমি এমন অনেক ব্যক্তির সাহচর্য পেয়েছি ,সময় সংরক্ষণে যাদের আগ্রহ ,তোমাদের ধন–সম্পদ সংরক্ষরণের আগ্রহের চেয়ে বেশি ছিল। (সময়ের মূল্য বুঝতেন যাঁরা ,শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ. :পৃ . ৩৬-৩৭)

কুরুনে সালাসার পরবর্তী যুগের মনিষিরাওমনিষি হয়েছেন ছাত্রজীবনে সময়কে যথাযতব্যাবহার করে, সময়ের প্রতি যত্নবান হয়ে।

তালেবানে ইলমে নবুওয়তের প্রতি কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দ.ব. বয়ানে উল্লেখকরেছেন ।

আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে এই মুহাসাবার বড়ই গুরুত্ব ছিল।তাদের মধ্যে অনেকেই মুহাসাবার ক্ষেত্রে লেখনির দ্বারা সহযোগিতা নিয়েছেন। শাইখ (রহ.)‘রিসালাতুল মুসতারসিদীন’এর টীকায় শাইখ ইবনে আরাবী (রহ.) এর কথা উল্লেখ করেছেন-

‘‘আমাদের পূর্বসূরিরা তাদের কথা ও কাজের মুহাসাবা করতেন এবং সেগুলো খাতায় লিখতেন। ইশার পর নিজেদের মুহাসাবা নিতেন এবং খাতা উপস্থিত করতেন।

সারাদিনের কথা ও কাজের প্রতি নজর বুলাতেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন। যদি ইস্তেগফার করার মতো কোনো কাজ হত তাহলে ইস্তেগফার করতেন, যদি তওবা করার মতো কোনো কাজ হত তাহলে তওবা করতেন; যদি শোকর আদায় করার মতো কোনো কাজ হত তাহলে

শোকর করতেন।এরপর ঘুমোতেন।" (রিসালাতুলমুসতারশিদীন(টীকা) ৮১-ফয়যুল কাদীর ৫/৬৭, আলকাউসার,মুহাররম ১৪৩৬)

তালিবুল ইলমকে ইলম অন্বেষনে কিপরিমাণ সময় দিতে হবে ? তার উত্তরেকওমি অঙ্গনের প্রসিদ্ধ কবিতাটি প্রদানকরলাম। ছাহেবে হিদায়ার শাগরিদ আল্লামা যারনুজী রাহ. 'তালিমুল মুতাআল্লিম'কিতাবে লিখেছেন-

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

" তুমি যতক্ষণ না ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব দেবে, ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে কিছুই দেবে না। "

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. বলেন, "তো ভাই! আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন এবং এই ইলমের মধ্যে এই যোগ্যতা রেখেছেন, যারা নিজেদেরকে ইলম চর্চায় মশগুল রাখবে,আল্লাহ তাদের জন্য রাস্তা খুলে দেবেন।"আল্লাহ তাআলা বলেন-

والذين جَاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهم سُبُلَنا

'যারা পরিশ্রম করে আমার পথে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করব।'

বিশ্ববিখ্যাত কিংবদন্তী আলেমেদীন আল্লামা তাকী উসমানীর বড়ভাই মুহাম্মদ যাকী কাইফী র.। চল, এখন সেই কাহিনী শুনি তাঁর জবানিতে ।

"আমরা তাকে ভাইজান বলে ডাকতাম। তিনি দারুল-'উলূম দেওবন্দে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত দরসে নেযামীর শিক্ষা লাভ করেছিলেন।অতঃপর এমন কিছু পরিপার্শ্ব দেখা দেয়,যদ্দরুণ তাঁর শিক্ষা সমাপন করা সম্ভব হয় নি। তিনি ওয়ালিদ সাহেব (রহ.) এর প্রতিষ্ঠিত কুতুবখানা 'দারুল ইশাআত' –এর দেখাশোনা করতেন।

তবে তার গভীর পাঠ্যাভ্যাস ছিলো। নিজে নিজে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। বিশেষত ইতিহাস, সীরাত, তাসাওউফ এবং আকাবিরে‘উলামায়ে দেওওবন্দের জীবনীগ্রন্থ, তাঁদের ঘটনাবলী, তাঁদের মালফূযাত, মাওয়া‘ইজ ইত্যাদি বিষয়ক রচনাবলী।

এসব বিষয়ে তাঁর জানাশোনা এত বেশি ছিল যে, বড় বড় বিজ্ঞ‘উলামার পর্যন্ত অতটা দখল ছিল না।”আমার জীবনকথা,মুফতি তাকী উসমানী পৃ.৫৭।

বাচা, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।তোমার তাকরারের সময়ও কাছে । তাই কথা আর না বাড়িয়ে এখানেই ইতি টানছি আলী মিয়া নদভী আর আল্লামা ইকবালের কথা দিয়ে ।

যত তিক্তই হোক স্পষ্ট সত্য এই যে ,আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলো যদি অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায় এবং যিন্দেগির কাফেলায় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে চায় এবং সময় ও সমাজের কাছে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে নিজের উপকারিতা এবং যোগ্যতা ও উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে।

আল্লামা ইকবাল যেমন বলেছেন,‘জীবন হল নিরন্তর সংগ্রামের নাম, যোগ্যতা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যেমে অধিকার প্রতিষ্ঠার নাম।’

যৌবনে সময়ের মূল্য :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ

তোমার বার্ধক্য আসার আগেই তোমার যৌবনের গুরুত্ব দাও। অর্থাৎ যৌবন নামক যে গনিমত তোমাকে আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই তুমি তার ফায়দা লুফে নাও কারণ তোমার বার্ধক্য তোমাকে আর তোমার যৌবনে ফিরে আসতে দিবেনা। তুমি তোমার যৌবনেই আল্লাহর আনুগত্যে সময় ব্যয় কর। আল্লাহর রাসূল স: যৌবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারণ এই বয়সেই মানুষ তার মনের মতো করে সবকিছু সাজিয়ে নিতে পারে। এই বয়স পার হয়ে গেলে সে তার জীবনের অসংখ্য চাহিদা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

একজন বৃদ্ধ যেমন যুবকের মতো হাড্ডি চিবিয়ে খাওয়া দেখে আপসোস ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। ঠিক তেমনি যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে এসে গেলে অসংখ্য অগনিত কাজের ইচ্ছা থাকা সত্তেও সে তা বাস্তবায়ণ করতে পারে না। কারণ তখন তার মন সায় দিলেও তার দেহ তাকে সায় দেয় না।

তাই যৌবনের ইবাদতর প্রতি আল্লাহর রাসূল স: বলেছেন: سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌ نَشَأَ فُيْ طَاعَةَ اللهِ ....رواه البخاري আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন সাত ব্যাক্তিকে তাঁর ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা । তার মধ্যে প্রথম হলো ন্যায় পরায়ণ বাদশা আর দ্বিতীয় হলো যে তার যৌবন আল্লাহর আনুগত্য তথা ইবাদতে কাটিয়ে দিয়েছে... (বুখারী)।

সুস্থতায় সময়ের মূল্য :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ صِحَّتُكَ قَبْلَ سُقْمِك َ

তোমার অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও। সুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক বিশাল নেয়ামত। সুস্থ অবস্থায় একজন মানুষ যেভাবে ইবাদত করতে পারে অসুস্থ অবস্থায় সেভাবে পারে না। শুধু ইবাদতই নয়, মানুষ তার কোন কাজ-কর্মই সঠিকভাবে করতে পারে না। কখনো কখনো মানুষ তার প্রচন্ড অসুস্থতায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে। মানুষ যখন সুস্থ থাকে তখন সে এ সুস্থতাকে তেমন মূল্যায়ণ করে না। আর যখনই সে কোন রকম অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে চরম হতাশ হয়ে পড়ে ।সে মনে করে তার রোগটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন রোগ । তারা যন্ত্রনাই কঠিন যন্ত্রনা। অথচ সুস্থ থাকা অবস্থায় সে একে তেমন কোন রোগই মনে করতো না।

এই কারণেই রাসূল স: বলেছেন: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمِا كَثِيْرٌ مِنِ النَّاسِ: اَلصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ (رواه البخاري)

মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ দুটি নেয়ামতের খুব অবহেলা করে- একটি হলো সুস্থতা অপরটি হলো অবসরতা (বুখারী)।

অসুস্থতার আগে সুস্থতার গুরুত্ব ঐ পরীক্ষার্থীই সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারবে যে কিনা পরীক্ষার আগের দিন পড়বে বলে তার সকল পড়া জমা করে রেখে ছিল কিন্তু কোন কারণে সে পরীক্ষার আগের দিন এতো বেশি অসুস্থ হলো যে পড়াতো দুরের কথা পড়ার টেবিলেও বসতে পারেনি। তখন তার কাছে মনে হবে তার সুস্থতার সময়েই সে পড়াটা পড়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হতো। এজন্যই বলা হয় "সুস্থতা স্বাস্থের মাথার উপর এমন একটা মুকুট যা অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখতে পায়না"। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিৎ তার সুস্থতাকে গুরুত্ব দিয়ে সে তার রবের দেওয়া সকল দায়িত্ব পালন করে নেওয়া। কারণ সুস্থ অবস্থায় ইবাদতের যে পরিপূর্ণতা আসে তা অসুস্থ অবস্থায় আসে না।

সচ্ছলতায় সময়ের গুরুত্ব :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِك অর্থাৎ তোমার দারিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও। একজন প্রকৃত বুদ্ধিমান ধনী কখনই তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উদাসীন থাকে না। সে তার আগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার অর্জিত সম্পত্তির পুরোটাই ব্যয় না করে কিছু কিছু করে সে সঞ্চয় করে রাখে। অথবা তার অতীব প্রয়োজনীয় কাজ গুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে তার সচ্ছলতার সময় সম্পন্ন করে ফেলে। ঠিক তেমনি একজন সচেতন মুমিন মুসলিমও তার সচ্ছলতার সময় সে তার সম্পত্তি থেকে আল্লাহর রাহে দান করে,গরীব অসহায় মানুষের প্রতি দয়া করে তার মৌলিক ইবাদত তথা যকাত আদায় করে, হজ্জ পালন করে। বুদ্ধিমান সে মহান আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিশেষ অফার গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم) অর্থাৎ আল্লাহর পথে যারা তাদের সম্পদ থেকে দান করে তাদের দানের উদাহরণ হলো একটি বীজের মতো যা বপন করার পর তা থেকে সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষ থেকে বের হয় আরো

একশত দানা। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে দ্বিগুন করে দেন। আর আল্লাহ তায়ালা বিশাল ও মহাজ্ঞানী (সূরা আল বাকারা: ২৬১)।

কুরআনে সময়ের মূল্য :

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ- وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ – অর্থাৎ :আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (তখন আল্লাহ প্রতিত্তরে বলবেন) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)। অতএব সচেতন ও সচ্ছল মুমিনের উচিৎ তার মৃত্যু বা অসচ্ছলতা আসার আগেই সে আল্লাহর পথে তার সম্পদ দান করবে।

অবসরে সময়ের মূল্য :

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِك

অর্থাৎ তুমি তোমার ব্যস্ততা আসার আগে তোমার অবসরতাকে গুরুত্ব দাও। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে তার অবসরতাকে। অবসর সময়তে মানুষ বেশি আল্লাহর থেকে বেশি গাফেল থাকে।

একারণে আল্লাহর রাসূল স: বলেছেন:

قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

(রাসূল স: বলেছেন: দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ সবচেয়ে বেশি বেখবর! একটি হলো তার সু-স্বাস্থ্য অপরটি হলো অবসরতা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার রাসূল কে লক্ষ করে বলেন:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب

(কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও। (সুরা ইনশিরাহ: ৭-৮)।

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ তার সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো এং অবসরতাকে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করা। কারণ তাকে অযথা অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون َ

তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে । তাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবেনা? (সূরা আল-মুমিনূন: ১১৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون َ

মানুষকে ধারণা করে নিয়েছে তাকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে। (সূরা কেয়ামাহ : ৩৬)

দুনিয়াতে সময়ের মূল্য :

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِك

অর্থাৎ তোমর মৃত্যু আসার আগে তুমি তোমার জীবনকে গুরুত্ব দাও। কেননা যখন মৃত্যুর দূত আসবে তখন কোন অযর আপত্তিই মানুষকে তার মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِيَ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ، وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَآ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون َ

অর্থাৎ: আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।(সুরা মুনাফিকুন: ১০-১১)

যখন মানুষের নিকট মৃত্যু উপস্থিত তখন দুনিয়াতে আল্লাহকে অস্বীকারকারীগন আল্লাহর কাছে দুনিয়ার আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগ প্রার্থনা করবে। নষ্ট করে ফেলা কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা প্রত্যখ্যান করবেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

অর্থাৎ যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ হে আমার পালণকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (সূরা আল মুমিনূন: ৯৯-১০০)।

মুসলিম মনীষীরা যেভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতেন:

মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এর যথার্থ ব্যবহারের মধ্যে সাফল্য নিহিত। আল্লাহ মানুষকে অগণিত নিয়ামতের মধ্যে সময় সবচেয়ে দামি।তাই পবিত্র কোরআনে রাত-দিন ও চাঁদ-সূর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে,

‘তিনি তোমাদের কল্যাণে সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন, যা অবিরাম একই নিয়মের অনুসারী, তোমাদের কল্যাণে রাত ও দিনকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি তোমাদের

দিয়েছেন তোমরা যা তার কাছে চেয়েছ, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তা নির্ণয় করতে পারবে না, মানুষ খবুই জালিম ও অকৃতজ্ঞ।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৩-৩৪)

★ সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি :

মানুষ সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে না।কাজকর্মে নিষ্ক্রিয় ও অলস হয়ে পড়ে। সুস্থ ও অবসরের সময়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। ফলে অসুস্থ বা ব্যস্ত হয়ে পড়লে তার কাছে সময়ের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি হয়। হাদিসের ভাষ্যমতে, খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ এই দুই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, দুটি নিয়ামত এমন রয়েছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক প্রতারিত হয়। তা হলো- সুস্থতা ও অবসর সময়।' (বুখারি, হাদিস : ৬৪১২)

★ সময়ের ব্যাপারে ছাড় নয় :

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, 'সময়ের ব্যাপারে ছাড়ের প্রবণতা আত্মঘাতি। কারণ সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হয়। কারো জন্য অপেক্ষা করে না।আর ফিরে আসে না। সব শ্রেণির কাছে সময় সবচেয়ে সম্মানিত বস্তু। ইবাদতকারী নির্ধারিত সময়ে ইবাদত ও জিকিরে কাটিয়ে থাকেন। আল্লাহমুখী কাজে সময় ব্যয় করেন। তাই নির্ধারিত সময় চলে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব। কারণ পরবর্তী সময়েরও নির্ধারিত কাজ রয়েছে। কেউ সময় অতিবাহিত করলে তা আর ফিরে পায় না।' (মাদারিজুস সালিকিন, পৃষ্ঠা : ৪৯)

★ আপেক্ষ করে কালক্ষেপন নয় :

হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য আক্ষেপ করে কালক্ষেপন করা অনুচিত। এতে বর্তমান সময়ও নষ্ট হয়। বরং নতুন করে এখন থেকেই পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করা কর্তব্য। তাই বলা হয়, 'আল ওয়াকতু কাস সাইফি, ইন লাম তাকতাহু কাতাআক।' 'সময় তরবারির মতো। তুমি তাকে হত্যা না করলে সে তোমাকে হত্যা করবে।' অর্থাৎ সময়কে কাজের

মাধ্যমে ব্যয় না করলে সে তোমাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত করে রাখবে। (বাহজাতুন নুফুস, পৃষ্ঠা : ৯৬)

ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন, 'আমি সুফিদের সান্নিধ্যে ছিলাম। তাদের থেকে আমি দুটি কথা ছাড়া কিছুই শিখিনি। তাদের একটি কথা হলো, সময় হলো তরবারি। তুমি তাকে না কাটলে সে তোমাকে কেটে ফেলবে। আরেকটি কথা হলো, তুমি নিজেকে সত্যের কাজে ব্যস্ত না রাখলে তুমি মিথ্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। (আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা : ২০৮)

★ সময়ের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ :

মানুষের সময় হলো তার জীবন। তা আল্লাহর নির্দেশনা মতে কাটানোর মধ্যে প্রকৃত সাফল্য। সালাফে সালেহিন সময়কে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে ব্যয় করতেন। বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেছেন, 'আমি ওই দিন বেশি লজ্জিত হই যেদিন সূর্য উদিত হয়েছে এবং আমার নির্ধারিত সময় কমেছে। কিন্তু আমার আমল বৃদ্ধি পায়নি।' উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) বলেছেন, 'রাত ও দিন তোমার সামনে কাজ করে যাচ্ছে। অতএব তুমিও তাদের মধ্যে কাজ কোরো।' হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন, 'হে আদম সন্তান, তুমি তো দিনের সমষ্টি। একদিন চলে যাওয়ার অর্থ তোমার কিছু চলে যাওয়া।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমি এমন একদল লোক পেয়েছি, যারা সময়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা দিরহাম ও দিনারের প্রতি তোমাদের আগ্রহের চেয়ে বেশি ছিল।' (কিমাতুজ জামান, পৃষ্ঠা : ২৭)

★ মুমূর্ষু অবস্থায় আলোচনা :

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মজলিসে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) দীর্ঘ ১৭ বছর বসেছিলেন। আবু ইউসুফ (রহ.) সময়ের প্রতি এত বেশি সচেতন ছিলেন যে এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো অসুস্থতা ছাড়া শিক্ষকের মজলিসে বসা বাদ দেননি। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তিনজন আব্বাসি খলিফার সময়ে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন সময় ফিকহি আলোচনা করতেন। এমনকি মৃত্যু শয্যায়ও

তিনি আলোচনা করেছিলেন। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তাঁর ছাত্র কাজি ইবরাহিম বিন আল-জাররাহ-এর সঙ্গে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে কথা বলেন। মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর এক সন্তান মারা যায়। তিনি সন্তানের কাফন ও দাফন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেননি। যেন আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো দরস হারিয়ে না যায়। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিরা তার সন্তানকে দাফন করে। (মানাকিবু আবি হানিফা, পৃষ্ঠা : ৪৭২)

★ রাত জেগে ইলমচর্চায় সময় ব্যয় :

ইমাম মুহাম্মদ বিন আল-হাসান আল-শাইবানি (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আরেক ছাত্র। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইলমচর্চায় অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সময়ের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতেন তিনি। বর্ণিত আছে, তিনিও সব সময় ইলম চর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। এমনকি রাতেও ঘুমাতেন না। সারারাত কিতাব পড়ে পার করতেন। এক বিষয়ে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্য বিষয় পড়া শুরু করতেন। আর পানি ছিটিয়ে ঘুম তাড়াতেন। তিনি বলতেন, উষ্ণতা থেকে ঘুম আসে। তাই পানি দিয়ে তা তাড়াতে হয়। (মিফতাহুস সাআদাহ, পৃষ্ঠা : ২৩)

★ অল্প সময়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা :

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মাত্র ৫৭ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রায় পাঁচ শ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতেন। পড়া বা লেখা বা ইবাদত ছাড়া কোনো মুহূর্ত ব্যয় কাটাতেন না। আল্লামা আবদুল হাই লখনৌবি (রহ.) মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি ১১০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে অনেক গ্রন্থ কয়েক খণ্ডের রয়েছে। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি (রহ.) ৮১ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে হাজারের বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত কঠোর সময়ানুবর্তিতার কারণে তাঁদের পক্ষে এত বেশি লেখা সম্ভব হয়েছে।

সময়ের অপব্যবহার:

সময় ও জীবন আল্লাহতায়ালার অমূল্য দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহার আনে জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার বয়ে আনে জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা এবং অপব্যবহারের জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে।আল্লাহতায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য অসংখ্য নেয়ামত রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেই নেয়ামতগুলোর অকৃতজ্ঞতায় মত্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতগুলোর অপব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

'সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' -সুরা আসর : ১-৩

ময়ের এত গুরুত্ব হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। অথচ পবিত্র কোরআন বলছে, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা সমাধিগুলো দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনো সংগত নয়; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে। না, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহগ্রস্ত হতে না। তোমরা (সময়ের প্রতি উদাসীন ও কর্মে অবহেলাকারীরা) অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে (তাতে প্রবেশ করবে)। অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম চাক্ষুস দেখে (তাতে প্রবেশ করে তার শাস্তিভোগ করে) প্রত্যয় লাভ করবে। অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।' -সুরা তাকাসুর : ১-৮

সমাজে গিবত ও পরনিন্দায় সময় কাটানো, টিভি-মোবাইল দেখে সময় কাটানো, হারাম গান-বাজনায় মত্ত থেকে সময় কাটানো, গল্প-গুজবে সময় কাটানো স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নবী কারিম (সা.) বলেন,

‘আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহতায়ালা তাদের জমিনে ধসিয়ে দেবেন এবং তাদের কিছু লোককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।’ -সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২০

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

‘নিশ্চয়ই মুমিনরা সফলকাম। যারা খুশু-খুজুর সঙ্গে নামাজ আদায় করে এবং অনর্থক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত থাকে।’ -সুরা মুমিনুন : ১-৩

হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করেন,

‘মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যম-িত হবে।’ -মুয়াত্তায়ে মালেক : ৯৪৮

বর্তমানে আমরা সময়ের মূল্য দিই না, সময়ের মূল্য বুঝি না। কিন্তু ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য অপরিসীম।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

‘আল্লাহতায়ালা মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে পৃথিবীর কোনো জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারপর তাদের সময় পূর্ণ হলে তারা জানতে পারবে। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা।’ -সুরা ফাতির : ৪৫

উপসংহার:

বর্তমানের আধুনিক যুগের জীবনযাত্রা হয়ে গেছে বহুমুখী। জ্ঞান বিজ্ঞানের এসেছে সুদুরপ্রসারী উন্নয়ন। জীবনসংগ্রামে মানুষে মানুষে ও দেশ-জাতির মধ্যে বেড়েছে প্রতিযোগিতা। জীবনে চলার পথে সকল পরিস্থিতির সাথেই আমাদেরকে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। তবে সেই সাথে সময়ের কথা ভুলে গেলে চলবে না। সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহারের কথা মাথায় রেখে আমাদেরকে সকল কাজ করতে হবে। সেজন্য দরকার সময় ব্যবহারে একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থা। একুশ শতকের এই পৃথিবী আজ প্রবল গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই গতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে দেশ জাতি তথা সকল জনগণকে সময়সচেতন হতে হবে। তবেই ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে আসবে সফলতা।

ছোট্ট এই জীবনে উন্নতি করতে চাইলে সময়ের মূল্য দেয়ার বিকল্প কিছু নেই। আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করতে পারে সময়ের সঠিক ব্যবহার। মানুষের জীবন মহামূল্যবান তাই মহামূল্যবান এই জীবনকে সময় অপচয় করে নষ্ট হতে দেয়া উচিৎ নয়। অতীতে যারা সফল ব্যক্তি হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে তারা সবাই অনেক নিষ্ঠাবান ছিলেন। ভবিষ্যতেও তারাই সফল হবেন যাদের সময় জ্ঞান আছে।

রেফারেন্স:

ডেইলি নয়া দিগন্ত ডট কম ।

আল কাউসার ডট কম ।

আওয়ার ইসলাম টুয়েন্টিফোর ডট কম ।

দাওয়াহ সার্কেল ডট কম ।

যুগান্তর ডট কম ।

দেশ রূপান্তর ডট কম ।

কালের কণ্ঠ ডট কম ।

ড্রিমি মিডিয়া বিডি ডট কম ।